ইউনিট ১৭

বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা ও পাঠ-পরিকল্পনা

ভূমিকা

যে কোন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সুচিন্তিত পরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন। পরিকল্পনায় কাজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং কাজটি সম্পাদনের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি সুনিদিষ্ট থাকে বিধায় কাজে সফলতা লাভের সম্ভবনা অধিক। অপরদিকে পরিকল্পনাবিহীন কাজের উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি সঠিকভাবে নির্ধারিত থাকে না বলে সে কাজে অভীষ্ট সফলতা আসে না। তাই প্রত্যেক ব্যক্তি, পরিবার, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ও রাষ্ট্রের কার্যক্রম গ্রহণ ও সম্পাদনের জন্য পূর্ব পরিকল্পনা যতটুকু বাস্তব ভিত্তিক ও প্রয়োগ উপযোগী হয় সে অনুপাতে কাজের লক্ষ্য অর্জিত হয়ে থাকে। অবশ্য কাগজে কলমে অতি উত্তম পরিকল্পনা প্রণীত বা গৃহীত হলেও বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় উদ্যমের অভাবে তা বিফল হতে পারে। শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠু বাস্তবায়নে বার্ষিক কর্ম ও পাঠ-পরিকল্পনা, কার্যকর ও বাস্তবভিত্তিক ক্লাস রুটিন এবং পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়ন অপরিহার্য। তাছাড়া শিক্ষা কার্যক্রম একটি নির্দিষ্ট সময়বদ্ধ প্রক্রিয়াও বটে। এ কাজে কোন প্রকার ঘাটতি থাকলে কাঙ্খিত ফললাভে করা সম্ভব হয়না। তাই এ গুলোকে শিক্ষা কার্যক্রমের প্রাণ স্বরূপ বলা হয়ে থাকে। সে জন্য কোন শিক্ষাক্রম আরম্ভ করার পূর্বে সে সম্পর্কে পূর্ব পরিকল্পনা প্রণয়ন অত্যাবশ্যক।

পরিকল্পনা সাধারণত দুই প্রকার: স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী। সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, বার্ষিক ও দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনাসমূহ স্বল্প মেয়াদী এবং পাঁচ বছর, দশ বছর, বিশ বছর মেয়াদী পরিকল্পনাসমূহ দীর্ঘমেয়াদী। প্রাথমিক বিদ্যালয় একটি প্রতিষ্ঠান বিধায় এর কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য কি কি পরিকল্পনা প্রয়োজন এবং সেগুলো কিভাবে প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা যায় সে সম্পর্কে এই ইউনিটে আলোচনা করা হয়েছে।

আলোচনার সুবিধার্থে বর্তমান ইউনিটকে দুইটি পাঠে ভাগ করা হয়েছে।

পাঠ- ১	:	বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা, প্রণয়ন কৌশল ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াা
পাঠ- ২	:	বার্ষিক পাঠ-পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা, প্রণয়ন কৌশল এবং পাঠদানে তার সুষ্ঠু প্রয়োগ

পাঠ ১

বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা. প্রণয়ন কৌশল ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা কি তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন কৌশল বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া আলোচনা করতে পারবেন।

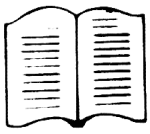

বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা কি

বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনসহ অন্যান্য সাংবাৎসরিক কাজগুলো যথাসময়ে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে কাজ শুরু করার পূর্বে যে কর্ম-পরিকল্পনা বিদ্যালয় কর্তৃক প্রণীত ও গৃহীত হয় তাকে বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা বলা হয়ে থাকে। এই বার্ষিক কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত প্রধান বিষয়গুলো হল- ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তির সর্বশেষ সময়সীমা নির্ধারণ, ক্লাস রুটিন প্রণয়ন, বার্ষিক পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়ন, শিক্ষা পক্ষ পালন, বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠান, বিচিত্রানুষ্ঠান, মিলাদ, বনভোজন, সাময়িক ও বার্ষিক পরীক্ষা, শিক্ষামূলক ভ্রমণ, পুরষ্কার বিতরণ, অভিভাবক দিবস ইত্যাদি। বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন যত বাস্তবানুগ হবে তা বাস্তবায়ন করা তত সহজ ও সুষ্ঠু হবে। তাই শিক্ষাবিদগণ বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনাকে বিদ্যালয়ের প্রতিচ্ছবি বলে থাকেন।

বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা

বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তাসমূহ হল:

১. প্রণীত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে নির্দিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা অর্জন এবং কাঙ্খিত দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করা।
২. সারা বছর ব্যাপী বিদ্যালয়ের পাঠ সংক্রান্ত ও অন্যান্য কার্যাবলী কিভাবে সম্পন্ন করতে হবে তা বছরের প্রথমে চিহ্নিত করে নেওয়া।
৩. বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা নির্ধারিত সময়ে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করনে শিক্ষকবৃন্দকে অবহিত করণ ও দায়িত্ব বন্টন।
৪. ক্লাস রুটিন ও বার্ষিক পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়নে সকল শিক্ষককে সমবেত প্রচেষ্টার ফল হিসেবে গন্য করনের লক্ষ্যে সক্রিয় করে তোলা।
৫. বিদ্যালয় এলাকাবাসীকে বিদ্যালয়ের কর্মকান্ড পূর্বাহ্নে অবহিত করনে এবং তাঁদের অংশীদারিত্ব নিশ্চিতকরণে বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন কৌশল

সুষ্ঠু সবল ও বাস্তবায়ন উপযোগী বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন একটি দক্ষ কর্মকুশলী দলের কাজ। এই কাজটি সঠিকভাবে করতে হলে কতকগুলো বিষয় সচেতনভাবে স্মরণ রেখে ধারাবাহিক ভাবে অনুসরণ করতে হয়। সেগুলো হল:

ক. বছরের সাপ্তাহিক ছুটি ও অনুমোদিত ছুটির তালিকা আবশ্যিকভাবে অনুসরণ করতে হয়।
খ. কালানুক্রমিকভাবে কার্যক্রমগুলোকে সাজাতে হয়।
গ. স্থানীয় কোন উৎসব/পাঠ/মেলা/অনুষ্ঠানকে যথাযথভাবে বিবেচনা করতে হবে।
ঘ. প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্বে সকল শিক্ষকের সমবেত প্রচেষ্টায় বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়।
ঙ. বার্ষিক ক্রীড়া, বনভোজন, শিক্ষা সফর, পুরস্কার বিতরণ ইত্যাদি অনুষ্ঠান পরীক্ষার পর আয়োজনের ব্যবস্থা করা।
চ. যে সব অনুষ্ঠানে অনুশীলনের প্রয়োজন হবে সেগুলোতে অনুশীলনের জন্য সময়ের ব্যবস্থা রাখতে হবে। যেমন- বিচিত্রানুষ্ঠান, প্রদর্শনী, বার্ষিক ক্রীড়া ইত্যাদি।

বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া

বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন অপেক্ষা যথা সময়ে বাস্তবায়ন অত্যন্ত কঠিন কাজ। তা ছাড়া এটি একটি সংগঠন মূলক কাজ। একাজে বিভিন্ন স্তরের জনগন, সর্বোপরি শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রী সংশ্লিষ্ট থাকায় ধৈর্য সহকারে সকলকে সক্রিয় করণের ব্যবস্থা পূর্বাহ্নেই করতে হবে। যেমন-

- পঠন পাঠন বিষয়ক কাজে সকল শিক্ষক আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে সব দায়িত্ব পালন করবেন। অন্যকে দায়িত্ব পালনে উৎসাহিত করবেন এবং স্বেচ্ছায় সহায়তা প্রদান করবেন।
- যে সব অনুষ্ঠানাদিতে এলাকাবাসীর সংশ্লিষ্টতা দরকার সেগুলোতে পূর্বাহ্নে তাঁদেরকে সক্রিয় করে তাঁদের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।
- যে সব কাজে ছাত্র ছাত্রীদের অংশীদারিত্ব অধিক সে সব কাজে দায়িত্ব প্রাপ্ত শিক্ষককে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। তবে অন্যান্য শিক্ষককে সক্রিয়ভাবে সহায়তা দিতে হবে।
- প্রধান শিক্ষককে অন্যান্য শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দলে কাজ করার মনোভাব জাগিয়ে তুলে পরিকল্পিত কাজগুলো সম্পন্ন করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে এক (ক) বৃত্তায়িত করুন)।

১. শিক্ষাবিদগণ বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনাকে বিদ্যালয়ের কি বলেছেন?
   ক. কাঠামো
   খ. প্রতিচ্ছ ছবি
   গ. প্রাণ
   ঘ. স্তম্ভ।

২. কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নে সর্বাগ্রে কোনটি আবশ্যিকভাবে অনুসরণ করতে হয়?
   ক. সাপ্তাহিক ও অনুমোদিত ছুটির তালিকা
   খ. শিক্ষক সংখ্যা
   গ. বছরের মোট কর্মদিবস
   ঘ. পাঠদান।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা বলতে কি বুঝেন বর্ণনা করুন?
২. বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।
৩. বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনার প্রণয়ন কৌশল কি কি?

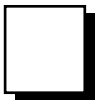

সঠিক উত্তর

১। খ ২। ক।

পাঠ ২

বার্ষিক পাঠ-পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা, প্রণয়ন কৌশল এবং পাঠদানে তার সুষ্ঠু প্রয়োগ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি—

- বার্ষিক পাঠ-পরিকল্পনা কি তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বার্ষিক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- বার্ষিক পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়ন কৌশল বিবৃত করতে পারবেন এবং
- পাঠ-পরিকল্পনা কি এবং তা অনুসরণের সুবিধাগুলো কি তা আলোচনা করতে পারবেন।

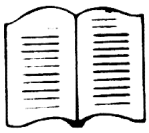

বার্ষিক পাঠ-পরিকল্পনা কি

পাঠ্যসূচি ও পাঠ্য পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তু সারা বছর ব্যাপী সময়ের সাথে মিল রেখে পাঠদান ও পরীক্ষা গ্রহণের পরিকল্পনাই বার্ষিক পাঠ-পরিকল্পনা বার্ষিক পাঠ-পরিকল্পনা। অর্থাৎ সারা বছরে কোন শ্রেণিতে কোন বিষয়ের জন্য নির্ধারিত মোট পিরিয়ডের কতটি পাঠদানে, পর্যবেক্ষণে, পরীক্ষায় ব্যবহৃত হবে সে সম্পর্কে বছরের প্রথমে যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়- তা-ই হল বার্ষিক পাঠ-পরিকল্পনা। এই পাঠে পরিকল্পনা অনুসরনে বিদ্যালয়ের কার্যাদি পরিচালিত হলে এর সামগ্রিক কাজ যথাসময়ে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভবপর হয়।

বার্ষিক পাঠ-পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা

বার্ষিক পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তার প্রধান দিকগুলো এখানে আলোচনা করা হল:

বার্ষিক পাঠ-পরিকল্পনা তৈরি না করলে বছরের শেষে দেখা যাবে কোন পাঠ্যবই একাধিক বার পড়ানো হয়েছে আর কোনটা হয়তো একবারও শেষ হয়নি। বিশেষত যে সকল বিষয়ের জন্য পাঠ্য পুস্তক নেই, তার পরিকল্পনা তৈরি না করে হঠাৎ শ্রেণিতে যেয়ে কি পড়াতে হবে তা শিক্ষক বুঝতে পারবেন, ফলে পাঠ সার্থক হবে না এবং বছরের শেষে দেখা যাবে এইসব বিষয় সম্পর্কে বিশেষ কিছু পড়ানো হয়নি কিংবা কি পড়ানো হয়েছে তারও কোন হদিস নেই। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিবেশ পরিচিতি, ধর্ম, শারীরিক শিক্ষা এবং সব শ্রেণিতে চারু ও কারুকলার কোন পাঠ্য পুস্তক নেই। এসব বিষয়ের পরিকল্পনা তৈরি না করে কোন রকমে পাঠদান সাফল্য মন্ডিত করা যাবে না।

পাঠ্যপুস্তক কিংবা পাঠ্যসূচিতে যে সব বিষয়ের উল্লেখ আছে তা যদি সারা বছর পড়িয়ে শেষ না হয় তবে ছাত্র-ছাত্রী পরবর্তী শ্রেণিতে পাঠ গ্রহণের যোগ্যতা অর্জনে সক্ষম হবে না। এ জন্য বছরের প্রথমে পরিকল্পনা তৈরি করে নিতে হবে যেন সারা বছরে পাঠ্যসূচিতে উল্লেখিত বিষয় পড়িয়ে শেষ করা যায়, প্রয়োজনমতো পুনরালোচনা করা যায় এবং সার্বিক মূল্যায়নের জন্য পরীক্ষা গ্রহণ করা যায়।

বার্ষিক পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়ন পদ্ধতি

ক) প্রথমে বর্ষপঞ্জী, ছুটির তালিকা ও ক্লাশ রুটিন দেখে সারা বছরে কোন্ বিষয়ের পাঠদানের জন্য কতটি কার্যদিবস পাওয়া যাবে তা হিসাব করে বের কতে হবে। যেমন- বছরে ৫২ দিন সপ্তাহে ৫২ টি শুক্রবার ও ৭৫ দিন ছুটি। তাহলে সাপ্তাহিক ও উপলক্ষ ভিত্তিক ছুটি বাদ দিয়ে থাকে, ৩৬৫ দিন- (৫২+৭৫) দিন = ২৩৮ দিন। এ থেকে জানুয়ারী মাসের ৪ সপ্তাহে ২৪ দিন ও ডিসেম্বর ২ সপ্তাহে ১২ দিন বাদ দিতে হবে। কেননা জানুযারী মাসে শিক্ষাপক্ষ বা শিক্ষা সপ্তাহ পালন ও নতুন বই পাওয়ার দেরীর জন্য এবং ডিসেম্বরে বার্ষিক পরীক্ষার পর পড়া না হওয়ার সম্ভাবনা। সুতরাং সারা বছরে ২৩৮-(২৪+১২)=২০২ টি কার্য দিন পাওয়া যাচ্ছে। অতএব যে বিষয়ে রুটিনে প্রতিদিন একটি ক্লাস আছে সেই বিষয়ের জন্য সারা বছর ২০২টি কার্যদিন পাওয়া যাবে। অনুরূপভাবে যে বিষয়ের জন্য সপ্তাহে ৩টি ক্লাস আছে তার কার্যদিন হবে ২০২ এর অর্ধেক, অর্থাৎ ২০২ ÷ ২ = ১০১ দিন। এভাবে প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য কার্যদিন হিসাব করতে হবে।

খ) লক্ষণীয় যে কেবলমাত্র পাঠদানের জন্য সবগুলো কার্যদিন পাওয়া যাবে না। এ থেকে কিছুদিন পুনরালোচনার জন্য এবং কয়েকটি দিন পরীক্ষার জন্য হাতে রাখতে হবে। বছরের ৩টি পরীক্ষার জন্য মোট ৬+৬+৬ = ১৮ দিন ব্যয় হতে পারে (প্রথম সাময়িক ৬দিন, দ্বিতীয় সাময়িক ৬ দিন এবং বার্ষিক পরীক্ষা ৬ দিন)। পুনরোচলনার জন্য মোটামুটিভাবে মোটকার্যদিনের $\frac{১}{৫}$ অংশ রাখা যায়। তাহলে ২০২ এর $\frac{১}{৫}$ = (প্রায়) ৪০ দিন পুনরালোচনার জন্য রাখতে হবে। সুতরাং পরীক্ষার ও পুনরালোচনার দিনগুলি বাদ দিয়ে মোট কার্যদিন হয়, ২০২-(১৮+৪০) দিন = ১৪৪ দিন।

গ) এবার পূর্ণ বছরটিকে ৩ ভাগে ভাগ করতে হবে- জানুয়ারী থেকে ১ম সাময়িক পরীক্ষা পর্যন্ত, ১ম সাময়িক পরীক্ষার পর থেকে ২য় সাময়িক পরীক্ষা পর্যন্ত এবং ২য় সাময়িক পরীক্ষার পর থেকে বার্ষিক পরীক্ষা পর্যন্ত। ১৯৯৮ সালের প্রথম ভাগ ১ জানুয়ারী থেকে ৩০ শে জুন পর্যন্ত, ২য় ভাগ ১লা জুলাই থেকে ৩০ শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এবং তৃতীয় ভাগ ১লা অক্টোবর থেকে ৩১ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ধরে সাপ্তাহিক ও উপলক্ষ ভিত্তিক ছুটি বাদ দিয়ে কার্যদিন হিসাব করে দেখান হল:

১ম সাময়িক		**২য় সাময়িক**		**৩য় সাময়িক**	
১-১-৮৬ হতে		**১-৭-৮৬ হতে**		**১-১০-৮৬ হতে**	
৩০-০৬-৮৬ পর্যন্ত		**৩০-০৯-৮৬ পর্যন্ত**		**৩১-১২-৮৬ পর্যন্ত**	
জানুয়ারী-সহপাঠ		জুলাই	২৭ দিন	অক্টোবর -	১৯ দিন
ফেব্রুয়ারী	২৩ দিন	আগস্ট	২০ দিন	নভেম্বর -	২৩ দিন
মার্চ -	২৫ দিন	সেপ্টেম্বর	২৩ দিন	ডিসেম্বর -	১৫ দিন
এপ্রিল -	১৫ দিন				
মে -	৪ দিন	মোট	= ৭০ দিন	মোট	= ৫৭ দিন
জুন -	১৬ দিন				
মোট	= ৮৩ দিন				

জানুয়ারী মাসে কোন কার্যদিন দেখানো হয়নি। এর অর্থ এই নয় যে জানুয়ারী মাসে স্কুল বন্ধ থাকবে। বছরের প্রথম বই পেতে দেরী হওয়ায় নিয়মিত পাঠদান আরম্ভ হতে কখনও

কখনও বিলম্ব হয়। কিন্তু সে জন্য লেখাপড়া একেবারে বন্ধ রাখা যাবে না। রচনা, শ্রুতিলিপি, হাতের লেখা, আবৃত্তি, বাক্য গঠন ইত্যাদি করাতে হবে। সব শ্রেণিতে অংক, অংকের পুনরালোচনা করানো যেতে পারে। ৩য়-৫ম শ্রেণি ইংরেজিতে বাক্য গঠন, কথোপকথনের অভ্যাস শেখানো যায়। সর্বোপরি শ্রেণি বহির্ভূত কার্যাবলী যেমন বনভোজন, বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠান, অভিনয় অন্যান্য খেলাধূলা ইত্যাদি আয়োজন করতে হবে। এসময়ে সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী দেশব্যাপী শিক্ষাপক্ষ বা শিক্ষা সপ্তাহ পালিত হয়ে থাকে। এই পক্ষ বা সপ্তাহ উদযাপন কর্মসূচির আওতায় অনুরূপ শ্রেণি বহির্ভূত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।

বার্ষিক পাঠ-পরিকল্পনার একটি নমুনা দেওয়া হল

চতুর্থ শ্রেণি
বিষয়: পরিবেশ পরিচিতি (বিজ্ঞান)
শিক্ষক: .....

সাময়িকী ও কার্যদিবস	বিষয়বস্তু/পাঠ	পিরিয়ড	পাঠ সমাপ্তির তারিখ	মন্তব্য
১ম সাময়িক ১-১-৮৬ হতে ৩০-০৬-৮৬ পর্যন্ত জানুয়ারী সহপাঠ ফেব্রুয়ারী - ২৩ দিন মার্চ - ২৫ দিন এপ্রিল - ১৫ দিন মে - ৪ দিন জুন - ১৬ দিস	মানুষ ও পরিবেশ পৃথিবী ও বিশ্বজগৎ জড় জগৎ ঃ ভূ-পৃষ্টের বৈশিষ্ট্য ঃ মাটি ঃ পানি ঃ বায়ু আবহাওয়া পুনরালোচনা পরীক্ষা	২ ৬ ৬ ২ ৬ ৬ ৬ ৮ ৩		
মোট ৮৩ দিন ৮৩ ÷২ = ৪২ দিন	মোট	৪২		
২য় সাময়িক ১-৭-৮৬ হতে ৩০-০৯-৮৬ পর্যন্ত জুলাই - ২৭ দিন আগস্ট - ২০ দিন সেপ্টেম্বর - ২৩ দিন	পদার্থ জড় জগৎ ঃ উদ্ভিদ ঃ প্রাণী ঃ অমেরুদন্ডি প্রাণীঃ মানুষের খাদ্য পুনরালোচনা পরীক্ষা	৯ ৭ ৪ ৩ ৬ ৬ ৩		
মোট = ৭০ দিন ৭০ ÷ ২ = ৩৫ দিন	মোট	৩৫		
৩য় সাময়িক ১-১০-৮৬ হতে ৩১-১২-৮৬ পর্যন্ত অক্টোবর - ১৯ দিন নভেম্বর - ২৩ দিন ডিসেম্বর - ১৫ দিন	স্বাস্থ্যকর পরিবেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আবিষ্কারের কাহিনী পুনরালোচনা পরীক্ষা	৬ ৬ ৬ ৭ ৩		
মোট = ৫৭ দিন ৫৭ ÷ ২ = ২৮ দিন	মোট	২৮		

পাঠ-পরিকল্পনা ও তার সুবিধা

সাধারণত পাঠ Lesson বলতে আমরা কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের একদিনের পাঠের অংশটুকুকে বুঝে থাকি। অর্থাৎ কোন বিষয়ে দৈনন্দিন পাঠে শিক্ষক ক্লাসে কি পড়াবেন, কিভাবে পড়াবেন কি শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করবেন এবং কিভাবে শিক্ষার্থীর সফলতা মূল্যায়ন করবেন তার জন্য তিনি যে পরিকল্পনা তৈরি করেন তাকেই বলা হয় পাঠ-পরিকল্পনা (Lesson Plan)।

এন.এল বসিং বলেছেন- "শ্রেণিকক্ষে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিভিন্ন কাজের উদ্দেশ্যে পৌছানোর জন্য বিভিন্ন করণীয় বিষয়ের বিবরণই হল পাঠ- পরিকল্পনা"।

Lester. B Sand-এর মতে, "পাঠ-পরিকল্পনা হল প্রকৃত পক্ষে কাজের পরিকল্পনা। সুতরাং এর মধ্যে থাকবে শিক্ষকের কার্যকারণ দর্শন (Working Philosophy), দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান, শিক্ষার্থী সম্বন্ধে তাঁর ধারণা, শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে তাঁর ধারণা, বিষয়বস্তু সম্পর্কে তার জ্ঞান ও উপযুক্ত পদ্ধতির প্রয়োগ"।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, পাঠ-পরিকল্পনা হল এমন একটি সংক্ষিপ্ত পরিকল্পনা যাতে বর্ণিত হবে শিক্ষক কাকে পড়াবেন, কি পড়াবেন, কিভাবে পড়াবেন, কি কি উপকরণ ব্যবহার করবেন এবং শিক্ষার্থীদের শিখন কিভাবে মূল্যয়ন করবেন।

পাঠ-পরিকল্পনা অনুসরণে শ্রেণি পাঠদান করা হলে পাঠের উদ্দেশ্য অর্জন করা সম্ভব হয়। পাঠে শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীকে সক্রিয় করা যায়। কোন কোন শিক্ষার্থী কোন বিষয় বা আয়ত্ব করতে করতে পারেনি তাদের সনাক্ত করে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে এক (ক) বৃত্তায়িত করুন)।

১. বার্ষিক পাঠ-পরিকল্পনা কিসের সাথে মিল রেখে প্রণয়ন করা হয়?
   ক. শ্রেণি কক্ষের
   খ. শিক্ষক সংখ্যার
   গ. সময়ের
   ঘ. ছাত্র সংখ্যার।

২. জানুয়ারী মাসে কোন কোন দিকে পাঠ আয়োজন করতে বলা হয়েছে?
   ক. রচনা, হাতের লেখা, আবৃত করতে
   খ. বাংলা, গণিত, ইংরেজি পড়াতে
   গ. বাংলা ও বিজ্ঞান পড়াতে
   ঘ. শ্রেণি বর্হিভূত সকল কার্যক্রম করতে।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা কতপ্রকার ও কি কি?
২. বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত প্রধান বিষয় কি কি?
৩. কোন কোন অনুষ্ঠান পরীক্ষার পর আয়োজন করতে বলা হয়েছ?
৪. যে সব বিষয়ে পাঠ্য পুস্তক নেই সেগুলোকে বার্ষিক পাঠ-পরিকল্পনায় কেন অন্তর্ভুক্ত করা দরকার?
৫. পাঠ টীকা কাকে বলে?

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

১. বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করুন।
২. কর্ম-পরিকল্পনা রচানার প্রক্রিয়া লিপিবদ্ধ করুন।
৩. বার্ষিক পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়ন কৌশল বিবৃত করুন।
৪. পাঠ-পরিকল্পনার সুবিধা কি কি?
৫. বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা ও বার্ষিক পাঠ-পরিকল্পনার মধ্যে পার্থক্য কি কি?

সঠিক উত্তর

অ) ১। গ, ২। ঘ।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে এক (ক) বৃত্তায়িত করুন)।

১. শিক্ষাবিদগণ বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনাকে বিদ্যালয়ের কি বলেছেন?
   ক. কাঠামো
   খ. প্রতিচ্ছবি
   গ. প্রাণ
   ঘ. স্তম্ভ।

২. জানুয়ারী মাসে কোন কোন দিকে পাঠ আয়োজন করতে বলা হয়েছে?
   ক. রচনা, হাতের লেখা, আবৃত করতে
   খ. বাংলা, গণিত, ইংরেজি পড়াতে
   গ. বাংলা ও বিজ্ঞান পড়াতে
   ঘ. শ্রেণি বর্হিভূত সকল কার্যক্রম করতে।

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা কত প্রকার ও কি কি?
২. বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত প্রধান বিষয় কি কি?
২. বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।
৩. বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনার প্রণয়ন কৌশল কি কি?
৫. পাঠ টীকা কাকে বলে?

ই) রচনামূলক প্রশ্ন

১. কর্ম-পরিকল্পনা রচানার প্রক্রিয়া লিপিবদ্ধ করুন।
২. পাঠ-পরিকল্পনার সুবিধা কি কি?
৩. বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনা ও বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনার মধ্যে পার্থক্য কি কি?

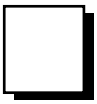

সঠিক উত্তর

অ) ১। খ, ২। ঘ।